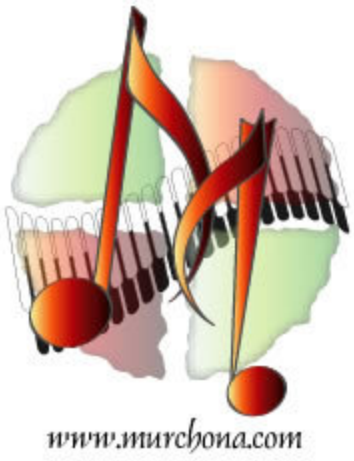

Chirodiner Itihas by Premendra Mitra

For More Books & Muzic Visit www.murchona.com
Murchona Forum : http://www.MurchOna.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

চিরদিনের ইতিহাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নিরিবিলি দেখে হনু একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে গা চুলকোবার যোগাড় করছে, এমন সময়ে ওপরে আওয়াজ হ'ল—"হুম, হুম!" দিনদুপুর হ'লে কি হয়—জায়গাটা বেজায় অন্ধকার, তাই হনু প্রথমটা দেখতে পায়নি। এবার চমকে এদিক-ওদিক চেয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে দে লাফ। এ-ডাল থেকে আর ডালে, সে-ডাল থেকে একেবারে আরেক গাছে। ওঃ, খুব ফাঁড়াটা কেটে গেছে। আর একটু হ'লেই হয়েছিল আর কি! গেছো প্যাঁচার অক্ষয় পরমায়ু হোক, দিন-কানা ব'লে আর কখনও হনু তাকে ক্ষেপাবে না।

শিকার ফসকে চকচকে ছুরির মতো চোখ তুলে, চিতা একবার গেছো প্যাঁচার দিকে তাকালে। ডালটা নাগালে পেলে একবার চুকলি খাওয়ার মজাটা দেখিয়ে দিত।

কিন্তু গেছো প্যাঁচা হুতুম নির্বিকার—ধ্যানগম্ভীর বুদ্ধমূর্তি যেন। আধবোঁজা চোখের তলা দিয়ে চিতার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বললে—"কাজটা কি ভালো হচ্ছিল বন্ধু—বিশেষ এই দিনদুপুরবেলা?"

চিতা নীচ থেকে ফ্যাঁস করে উঠল—"দিনদুপুরবেলা মানে?"

হুতুম গম্ভীরভাবে বললে—"মানে, আজকাল তোমরা বনের শাস্তর টাস্তর সব উল্টে দিলে কিনা! দিনরাতের বিচার আর নেই। অথচ তোমার ঠাকুরদা চাঁদনি রাতে পর্যন্ত রক্তপাত করত না।"

চিতা চটে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে বললে—"রেখে দাও তোমার ওসব শাস্তর। শাস্তর মানবার জন্যে উপোস ক'রে মরতে হবে নাকি! ঠাকুরদা শাস্তর মানবে না কেন! তাদের তো আর আমার মতো সাত সন্ধে নীরক্ত উপোস করতে হ'ত না, ক্ষিধেয় পেট পিঠ একও হ'য়ে যেত না। তখন থাবা বাড়ালে কিছু না হোক একটা খরগোশও মিলত।"

হুতুম চোখ বুজেই বললে—"এত অধর্ম ছিল না বলেই মিলত।"

চিতা চটে কাঁই হ'য়ে উঠছিল ক্রমশ। চুকলি খাবার পর গেছো প্যাঁচার এই ভণ্ডামি অসহ্য। কিন্তু ডালটা নেহাত উঁচু আর পলকা ব'লেই তাকে এবার একটা হাই তুলে স'রে পড়তে হ'ল। যাবার সময় শুধু একবার ব'লে গেল—"দিনের চোখ গেছে, রাতের চোখও যাক তোর!"

হুতুম কিছুই গায়ে না মেখে শুধু বললে—"হুম।"

খানিক বাদে আবার সাবধানে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হনু এসে হাজির। মউতাতে গেছো প্যাঁচার চোখ তখন আবার বুজে আসছে।

হনু বললে—"দেখলে দাদা চিতার নেমকহারামিটা! তুমি না থাকলে তো সাবড়েই দিয়েছিল!"

হুতুম বাজে কথা বেশি কয় না, বললে—"হুম।"

হনুর একটু বেশি কিচিরমিচির করা স্বভাব। সে ব'লেই চলল—"অথচ এই আর অমাবস্যায় ওর কি উপকারটা না করেছি? বারশিঙার জলায় মাছের লোভে গেছলেন। এদিকে বুড়ো ময়াল যে কাচ্চাবাচ্চা সমেত ওইখানেই আড্ডা গেড়েছে সে-খবর তো রাখেন না। জামগাছ থেকে সাবধান না করলে সেই রাতেই হ'য়ে গেছল আর কি!"

হুতুমের কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে হনু আবার বললে—"আমিই প্রাণ বাঁচালাম, আর আমাকেই কিনা তাগ!"

হুতুম এবার চোখ তুলে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—"এ তো আর নতুন দেখছিস না বাপু। ও-জাতের ধারাই তো এই। থাবায় যারা নখ লুকোয় তাদের আবার বিশ্বাস করে নাকি? হুম!"

হনু পিঠ চুলকে বললে—"কিন্তু কি করা যায় বলো তো দাদা! বনে তো আর টিকতে দিলে না। এক দণ্ড স্বস্তি যদি থাকে! একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর! গাছে চিতা, নিচে কেঁদো; দাঁড়াই কোথায়?"

হুতুম বললে—"হুম।"

হনু হতাশভাবে বললে—"একটি উপায় বাতলাতে পারো না হুতুমদা! তোমার এমন মাথা!"

মাথার প্রশংসায় খুশী হ'য়ে হুতুম বললে—"উপায় আছে, কিন্তু পারবি কি?"

"পারব না! খুব পারব। শুধু একা আমি তো নয়, বনের সবাই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। এই তো কাল কেঁদো বাগে পেয়ে কাকিনীর দফা রফা করেছে। বয়ার তো রেগে আগুন হ'য়ে গেছে; ঘুরে বেড়াচ্ছে বুনো মোষের পাল নিয়ে। একবার সুবিধে পেলে হয়।"

হুতুম তাচ্ছিল্যভরে বললে—"ওসব চারপেয়ের কর্ম নয়।"

হনু হুতুমের এই দুর্বলতাটুকু জানে। হুতুম আর সব দিকে খুব বিজ্ঞ, খুব ধীর। কিন্তু মানুষের মতো দু-পায়ে হাঁটে ব'লে সেও যে মানুষের জ্ঞাতি তার এই ধারণার বিরুদ্ধে কিছু বললে আর রক্ষা নেই।

হনু নরম হয়ে তোষামোদ ক'রে বললে—"দু-পেয়ে ব'লেই না তোমার কাছে আসি পরামর্শের জন্য।"

হুতুম খুশী হয়ে বললে—"তবে শোন। কিন্তু কথা আর কিছু হ'ল না। দূরের মাদারগাছের ডালের ওপর বুঝি একটা কেন্নোর মতো পোকা একটু উঁকি মেরেছিল। শোঁ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। তারপরেই দেখা গেল হুতুম উড়ে গেছে সেখানে।

হনু খানিক অপেক্ষা করল, কিন্তু হুতুমের আর দেখা নেই। পোকার খোঁজে সে তখন ডাল ঠোকরাতে ব্যস্ত। আর তার আশা নেই বুঝে হনু খানিক বাদে স'রে পড়ল। হুতুমের মর্জির খবর সে রাখে।

'তরঙ্গিয়া'র জঙ্গলে সত্যিই বড়ো গোলমাল। অবশ্য জঙ্গলে আর শান্তি কবে মেলে? জঙ্গলের বাসিন্দারাও সে-কথা জানে না এমন নয়, তবু এত উপদ্রব তারা কখনও ভোগ করেনি। বনের ঘুপসি অন্ধকারে ব'সে শলাপরামর্শ চলে, শোনা যায় হা-হুতাশ, কিন্তু সব চুপিচুপি। কোথায় কেঁদো আছে ওত পেতে কে জানে! কে জানে কোন ডালে চিতা আছে ঘুপটি মেরে।

এ-বছর ভয়ানক খরা। বারশিঙার জল ছাড়া সব জায়গায় জল গেছে শুকিয়ে, কিন্তু তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও সেখানে যাবার উপায় নেই। বাচ্চা-কাচ্চা সমেত বুড়ো ময়াল সেখানে আড্ডা গেড়েছে। তাদের যদি বা এড়ানো যায় কেঁদোর হাতে নিস্তার নেই। কেঁদো একেবারে শেকড় গেড়ে বসেছে সেখানে। এর আগে এমন কখনও হয়নি। কেঁদো তখন বনে এসেছে, দু-দশটা মেরেছে আবার চ'লে গেছে অন্য বনে। এবার তারও যেন আর নড়বার নাম নেই। কিন্তু জল বিহনে আর ক'দিন থাকা যায়! তেষ্টায় পাগল হ'য়েই বুনো মোষের মা কাকিনী গেছল মরিয়া হ'য়ে বারশিঙার জলায়। সেখানে পেছন থেকে পড়ল এসে ঘাড়ে কেঁদো। কাকিনী পিছল জমিতে পাশ ফিরতে না ফিরতেই গর্দান গেল ভেঙে।

সেই থেকে বনের কেউ আর ঘেঁষতে চায় না সেদিকে। 'দুন' পাহাড়ে চিকারার দল ছটফট করছে, জলে নামতে সাহস হয় না। কলজে ফেটেই ক'টা মরল। 'ঝাঁকাল' হরিণের নতুন লোমের জৌলুস নেই—সেই ফ্যাকাশে হলদেই দেখায়। মেটে কালো গাউজের দল ঘুরে বেড়ায় বনে-বনে। কালোয়ার গাউজকে দেখলে সত্যিই কান্না পায়। এই খরার দিনে জলে 'গারি' নিতে না পেয়ে তার যা দুর্দশা!

কালোয়ার গাউজের বউ ঢুলানির সঙ্গে সেদিন হনুর দেখা। হাড্ডিসার চেহারা

হয়েছে; গায়ের লোম গেছে উঠে।

বুনো নোনাগাছে হনু ছিল ব'সে। ঢুলানি নিচে দিয়ে যেতে-যেতে ওপরে খসখসে আওয়াজ শুনে চমকে কান খাড়া ক'রে দাঁড়াল। হনু তাড়াতাড়ি অভয় দিয়ে বললে—"না গো না, চিতা নয়, হনু!"

হতাশভাবে ঢুলানি বললে—"আর চিতা হ'লেই বা কি! এখন চিতায় থাবা মারলেই হাড় জুড়োয়। এ-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

দরদ জানিয়ে হনু বললে—"অমন কথা বলতে আছে! এমন দিন কি আর থাকবে?"

ঢুলানি এ-কথায় সান্ত্বনা পায় না। বললে—"থাকবে ব'লেই তো মনে হচ্ছে। কেঁদো আর চিতার কি মরণ আছে?"

হনু গম্ভীর হয়ে বললে—"আছে বৈকি, কিন্তু উপায় করতে হবে!"

ঢুলানি একটু উৎসাহিত হয়ে বললে—"উপায় কিছু ঠাউরেছ নাকি?"

"সেদিন গেছলাম তো হুতুমের কাছে। কিন্তু জানো তো ওদের চাল? গায়েই সহজে মাখতে চায় না।"

ঢুলানি ওপরদিকে চেয়েছিল এতক্ষণ, এবার বললে—"দুটো পাকা নোনা ফেলে দাও ভাই, জিভটা একটু ভিজুক, জলের তার তো ভুলেই গেছি।"

হনু ক'টা পাকা দেখে নোনা ফেলে দিয়ে বললে—"আচ্ছা, ঝোপেঝাড়ে ঘোরো, চন্দ্রচূড়ের দেখা পাও না, না-হয় কালকেউটের? ওদের ব'লে দেখলে বোধ হয় কাজ হয়; এক ছোবলেই কাবার।"

নোনা চিবোতে-চিবোতে ঢুলানি বললে—"পাগল! ওরা কারুর উপকার করবে! বলতে গেলে আমাদেরই দেবে ছুবলে। সেই যে কথায় আছে—

পা নেই, বুকে হাঁটে
ডিমের ছা মাকে কাটে।

—ওরা তো আর মার দুখ খায় না।"

হনু মাথা নেড়ে বললে—"তা বটে। তা না হ'লে বারশিঙার জলার বুড়ো ময়াল একদিন কেঁদোর গায়ে পাক দিতে পারে না? তা তো দেবে না—তার বদলে হাড় পাঁজরা ভাঙবে যত চিতল আর খাউট্টা হরিণের। নাঃ, হুতুমের কাছে একবার যেতেই হয় পরামর্শ করতে। বুড়োটার যে দেখাই পাওয়া যায় না।"

ঢুলানি গাছের গায়ে দু-বার শিং ঘ'ষে চ'লে যেতে-যেতে বললে—"কি হয় না-হয় খবরটা দিও।"

হনু এক ডাল থেকে আর ডালে লাফিয়ে ব'সে বললে—"সন্ধ্যাবেলা 'থলায়' গেলেই পাব তো?"

ঢুলানি বিষণ্ণভাবে বললে—"থলায় কি আর কেউ যায়? সে-আমোদের দিন গেছে। খবর দিও 'দুন' পাহাড়ের তলায়...."

ঢুলানি আরও কিছু হয়তো বলত; কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল কাছেই কেঁদোর কাশি। ঢুলানি মাথা তুলে পিঠে শিঙে ঠেকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দিলে ছুট। হনু দুটো ডাল আরও ওপরে উঠে বসেছে ততক্ষণে।

ক'দিন বাদে আবার হুতুমের সঙ্গে হনুর দেখা। সবে সকাল হয়েছে, আগের রাতে হুতুমের ভোজটা একটু ভালোরকমই হয়েছে মনে হ'ল। দু-চোখ বুজিয়ে গাছের কোটরে হুতুম যেন ধ্যানে বসেছিল।

আগের রাত্রে নতুন শিঙের চামড়া ঘ'ষে তোলবার সময় 'কালশিঙে' চিতার হাতে মারা গেছে। হনু সেই খবরটা 'দুন' পাহাড়ে চিকারার দলে প্রচার করবার জন্য তাড়াতাড়ি চলেছিল, হঠাৎ গাছের কোটর থেকে 'হুম' শুনে চমকে দাঁড়াল।

তারপর দেখতে পেয়ে বললে—"এই যে দাদা! ক'দিন ধ'রে তোমাকে বাদাম খোঁজা করছি।"

হুতুমের মেজাজটা আজ ভালো, বললে—"কেন হে?"

"কেন আবার বলতে হবে? তোমাদের মতো বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান দু-পেয়ে থাকতে এ-বনে আমরা সবাই কি মারা পড়ব বলতে চাও। দোহাই হুতুমদা, একটা উপায় বাতলাও।"

হুতুম বললে—"হুম, বলবখ'ন।"

হনু অস্থির হ'য়ে উঠেছিল; বললে—"না, বলবখ'ন নয়, এখনই। তোমার দেখা তো আর তপিস্যে করলেও মেলে না, এখন যখন পেয়েছি আর ছাড়ছিনে।"

হুতুম বললে—"হুম, বলছি, উপায় তো বলতে পারি, কিন্তু লাভ কি?"

"কি যে বলো হুতুমদা, লাভ কি? এই নখ-চোরা দুটো মরলে আর আমাদের ভাবনা কি?"

হুতুম গম্ভীরভাবে বললে—"আর ভাবনা থাকবে না তো?"

"নিশ্চয়ই না।"

হুতুম বললে—"হুম, তবে শোনো। বারশিঙার জলা পেরিয়ে কসাড় বন ছাড়িয়ে যে দু-পেয়েদের গাঁ—চিনিস?"

হনু বললে—"খুব চিনি, আমার ভাই খাটো ল্যাজকে সেখানেই তো ধ'রে রেখেছে।"

হুতুম বললে—"হুম! সে-গাঁ থেকে দু-পেয়ে আনতে হবে।"

হনু একটু হতাশ হয়ে বললে—"বাঃ, তারা আসবে কেন?"

হুতুম বললে—"হুম, আসবে রে আসবে। 'দুন' পাহাড়ের রাঙা নুড়ি দেখেছিস, ভোরবেলার সূর্যির মতো লাল। সেই নুড়ির টানে আসবে।"

হনু শুনে তো অবাক। বললে—"সে-নুড়ি তো চোখে দেখেছি, না যায় দাঁতে ভাঙা, না আছে কোনো রস। সেই নুড়ি দিয়ে কি হবে দু-পেয়ের?"

হুতুম একটু চ'টে উঠে বললে—"তুই দু-পেয়ের হালচাল কিছু জানিস?"

হনু অগত্যা চুপ করল। হুতুম আবার বললে—"কসাড় বনের ধারে গারোবাদার পাশে দু-পেয়েরা আসে বেত কাটতে; তাদের সেই নুড়ি দেখাতে হবে।"

"কেমন করে দেখাব?"

"কেমন করে আবার দেখাবি! বেত-বনে নুড়ি ছড়িয়ে রেখে দিগে যা; এদিক-ওদিক আর কিছু ছড়াস। দু-পেয়ের চোখ সব দেখতে পায়।"

হনু অবাক হয়ে বললে—"তা না হয় দেখল, কিন্তু আমাদের তাতে কি হবে? কেঁদো আর চিতাকে সামলাবে কে?"

হুতুম গম্ভীর হ'য়ে বললে—"সে-ভাবনা তোর কেন? যা বললাম কর আগে, তারপর ব'সে-ব'সে দেখ কি হয়। অতই যদি বুঝবি তা হ'লে গায়ে পালক গজাবে যে!"

হাজার হ'লেও হুতুম জ্ঞানীগুনী লোক। এ-ঠাট্টা নীরবে হজম ক'রে হনু বললে—"তবে কুড়ুই গে নুড়ি, কেমন? ঠিক বলছ তো হুতুমদা, এতেই হবে?"

হুতুম শুধু বললে—"হুম।"

তারপর ক'বছর কেটে গেছে। 'তরঙ্গিয়া'র জঙ্গলের আর সে-চেহারা নেই। জঙ্গল অনেক সাফ হ'য়ে গেছে। কত গাছ যে কাটা পড়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। 'দুন' পাহাড়ের ওপরে আর নিচে কাঠের আর পাথরের বাসা। দু-পেয়েরা রাতে সেখানে ঘুমোয় আর দিনে পাহাড় কেটে খানখান করে। গোটা পাহাড়টাই বুঝি তারা ফেলবে খুঁড়ে।

হনুর আজকাল ভারি বিপদ। বন্ধুবান্ধব কেউ আর বড়ো 'তরঙ্গিয়া'য় নেই। তবু বন ছাড়তেও তার মন কেমন করে। তাই কোনোরকমে সে প'ড়ে আছে।

সেদিন হঠাৎ বাদামগাছে হুতুমের সঙ্গে দেখা। গাছপালা গেছে ক'মে; দিনের বেলা বনে আজকাল তেমন অন্ধকার হয় না। হুতুম তাই চোখে বড়ো কম দেখে। হনু 'দাদা' ব'লে ডাক দিতে প্রথমটা তো চিনতেই পারল না।

তারপর মিটমিট ক'রে খানিক ঠাউরে বললে—"কে হনু নাকি? আছিস কেমন?"

হনু ম্লানভাবে বললে—"আছি আর কেমন দাদা।"

হুতুম আবার চোখ বুজবার উপক্রম করছিল, হনু বললে—''তরঙ্গিয়া'র জঙ্গলের কি হাল হয়েছে দেখেছ তো দাদা!''

হুতুম অবাক হ'য়ে বললে—''কেন কেঁদো আর চিতা তো অনেকদিন মারা পড়েছে! সেই খরার বছরেই না!''

''তা তো পড়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরাও যে লোপাট হ'য়ে গেলুম। সারাদিন ঘুমোও, খোঁজ তো আর কিছুর রাখো না? 'দুন' পাহাড়ের চিকারার বংশে বাতি দেবার যে কেউ নেই। দু-পেয়ের যে-বাজ-লাঠিতে কেঁদো গেছে তাতেই চিকারার দফা রফা। গাউজদের যে-ক'টা বাকি ছিল কোন বনে যে গেছে কোনো পাত্তা নেই। ঝাঁকাল দু-একটা আছে এখনও, কিন্তু আর বেশি দিন নয়, বাজ-লাঠিতে গেল ব'লে। বুড়ো ময়াল পর্যন্ত তল্লাট ছেড়ে গেছে। দিনরাত গুড়ুম গুড়ুম, দিনরাত খটাখট। এ-গাছ পড়ছে, ও-গাছ পড়ছে। দু-দণ্ড তো আর স্বস্তি নেই।''

হুতুম বললে—''হুম।''

''তোমার কথায় নুড়ি ছড়িয়ে প্রথমটা তো ভালোই হ'ল। আজ দু-জন, কাল চারজন, দু-পেয়েরা ক্রমে ক্রমে ঝাঁকে-ঝাঁকে আসতে লাগল 'তরঙ্গিয়া'য়। তারা কেঁদোকে মারল বাজ-লাঠিতে, চিতাকে ধরল ফাঁদে। আমরা তো একেবারে স্বর্গ পেলাম হাতে। ওমা, তারপর আমাদেরই পালা কে জানত? 'দুন' পাহাড়ে তারা যেদিন বাসা বাঁধল তারপর থেকেই আমাদের হ'ল সর্বনাশ! কেঁদো আর চিতা তবু একটা-দুটোর বেশি মারত না, এদের হাতে দলকে দল সাবাড়।''

হুতুম গম্ভীর মুখে বললে—''হুম।''

''ভালো করতে গিয়ে এ কি হ'ল বলো তো?'' হনু কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বললে—''তরঙ্গিয়া'র এ-দশা তো চোখে দেখা যায় না।''

হুতুম চোখ বুজে প্রশান্তভাবে বললে—''যা হবার ঠিক তাই হয়েছে; চোখ বুজে থাকতে শেখো, কিছু দেখতে হবে না!''